মার্চেই উদ্বোধন করবেন পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-প্রধানমন্ত্রী

গোটা দক্ষিণাঞ্চলে চলমান বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম কলাপাড়া উপজেলার রাবনাবাদ নদের তীরে ‘১৩২০ মেগাওয়াট পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।’ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি মার্চ মাসে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন। নানা মহলের সমালোচনার মুখে টানা চার বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাজার একর জমিতে গড়ে ওঠে দৃষ্টিনন্দন এই মেগা প্রকল্পটি। এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে ২.৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার। বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা।

২০২০ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে বাণিজ্যিকভাবে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু পদ্মা নদীর উত্তর পারের সঞ্চালন লাইন নির্মাণ না হওয়ায় মাত্র ৬২২ মেগাওয়াট উৎপাদিত বিদ্যুৎ শুধু দক্ষিণবঙ্গের জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ হচ্ছে। গোপালগঞ্জ থেকে ঢাকার আমিনবাজার পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন নির্মাণ হলে উৎপাদিত শতভাগ বিদ্যুৎ বাণিজ্যিকভাবে সরবরাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে এই সঞ্চালন লাইন চালু না হলে কঠিন লোকসানের মুখে পড়বে প্রকল্পটি। চলমান এই পরিস্থিতিতে এ মাসেই এটি উদ্বোধনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

পায়রা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলী (পূর্ত) মো. রেজওয়ান ইকবাল খান যুগান্তরকে জানান, ২০২০ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে উৎপাদিত ৬২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাণিজ্যিকভাবে দক্ষিণবঙ্গের জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। এর আগে গোপালগঞ্জ থেকে পায়রাবন্দর পর্যন্ত ১৬০ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করে চালু করা হয়। গোপালগঞ্জের গ্রিড থেকে ঢাকার আমিনবাজার পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন নির্মাণ কাজ আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। পদ্মায় রিভার ক্লোসিং লাইন নির্মাণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। সেটি হলেই এর নির্মাণ শেষ হবে।

অতি সম্প্রতি সরেজমিন দেখা যায়, চলমান করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রকল্পে এক হাজার চীনা শ্রমিক-কর্মকর্তা ও আড়াই হাজার দেশি শ্রমিক নিয়মিত কাজ করছেন। যদিও এর আগে জনবলের

সংখ্যা বেশি ছিল। ফলে নির্দিষ্ট সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষম হয়েছে। তাদের মতে, এখানে প্রতিদিন প্রায় ২৯ কোটি ৬ লাখ লিটার পানি প্রয়োজন হয়। যার ৯৫ ভাগ দ্বিতীয়বার শোধন করে প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়। এ প্রসঙ্গে পায়রা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী সাইম রহমান জানান, বিদেশি শ্রমিকসহ কর্মকর্তারা বাংলাদেশিদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছেন। ফলে সময়মতো বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

পায়রা ১৩২০ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার খোরসেদুল আলম যুগান্তরকে জানায়, কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রতিদিন দরকার হচ্ছে ১৩ হাজার টন কয়লা। যা ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি বন্দরের নিজস্ব টার্মিনালে ভিড়ছে। কয়লা ব্যবহারে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য এখানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। আছে শ্রমিকদের জন্য ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও।

ধানখালী ইউপি চেয়ারম্যান মো. রিয়াজ তালুকদার বলেন, নানা মহল থেকে যে রকম আশঙ্কার কথা শোনা গেছে তার সিকিভাগও নেই। স্থানীয়দের ধারণা ছিল বিদ্যুতের ধোঁয়ায় গোটা এলাকা আচ্ছন্ন হবে কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তাছাড়া গত এক বছরে এখানকার কোনো গাছপালার পাতার বন এ পর্যন্ত রদবদল হয়নি। এলাকার একাধিক ব্যক্তিরা যুগান্তরকে জানায়, প্রকল্প নিয়ে সরকারবিরোধী মহল যে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়েছিল, তা আদৌ সত্য নয়। আশা করি, এ অঞ্চলের পরিবেশ স্বাভাবিক থাকবে।

পায়রা তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী) শাহ্ আব্দুল মওলা (হেলাল) যুগান্তরকে জানায়, ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রতিদিন সাড়ে ৬ হাজার টন কয়লা দরকার। রাবনাবাদ চ্যানেলে ক্যাপিটাল ড্রেজিং করায় পুনরায় আশার আলো দেখছেন তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ।

আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষক লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গার কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগের ত্রি-কার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়নের শ্যমপুর স্কুল মাঠে গতকাল সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু বলেন, কৃষকলীগকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তুলতেই আজকের এই সম্মেলন।
আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছি এই কৃষকলীগকে সংগঠিত করার জন্য। কৃষকলীগ সভাপতি সমীর দাদা ও সম্পাদক উম্মে কুলসুম স্মৃতির নির্দেশে কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই দেশ আজ উন্নয়নশীল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ।
এই দেশকে আরো সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হলে আওয়ামী লীগ সরকারের কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগকেই আগামীতে আবারো ক্ষমতায় আনতে আমাদের কাজ করতে হবে।
কৃষকলীগ নেতা কাউসার আহম্মেদ কসরের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষকলীগের বেসরকারী সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক মিরুল ইসলাম। সম্মেলন উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।
বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রোকনুজ্জামান কিরন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ কৃষকলীগের সদস্য আজিজুল হক, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষকলীগের সহসভাপতি আশাদুল ইসলাম, জেলা কৃষকলীগের যুগ্ম-সম্পাদব আব্দুল্লাহ আল হোসাইন দীপক, জেলা কৃষকলীগের কোষাধ্যক্ষ ওসমান গনি বিস্কুট, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আব্দুল মতিন দুদু, জেলা কৃষকলীগ নেত্রী সামসাদ রানু, আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুল করিম, আলমডাঙ্গা পৌর কৃষকলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্র নাথ সাহা, উপজেলা দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল হকের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন পৌর যুগ্ম-আহবায়ক আমিরুল ইসলাম, উপজেলা কৃষকলীগের সহ-দপ্তর সম্পাদক ফজলুল হক, অভিমান্যু কুন্ডু, আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ

সম্পাদক সেলিম রেজা তপন, হারদী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি পলাশ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এম বকুল, রিপন, কুমারী ইউনিয়ন কৃষকলীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম, রাশিদুল ইসলাম, রিপন মালিতা প্রমুখ। সম্মেলনে সভাপতি সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থী থাকায় নাম ঘোষণা করা হয়নি। এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক বলেন, একাধিক প্রার্থী থাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি। পরবর্ত্তীতে বসে আলোচনা সাপেক্ষে কমিটি ঘোষণা করা হবে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ৫০ বছর ও জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের ৫০ বছর ও মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকালে পৌর কমিউনিটি সেন্টার হলরুমে চিত্রাংকন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন কাউন্সিলর নুরুল আশরাফ রাজিব প্রধান শিক্ষিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনা মিয়া প্রমুখ। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ৪৫ জন শিশু-কিশোররা অংশগ্রহণ করে। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী ঢাকায় চুড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

আরও ৬ মাস জেলের বাইরে থাকবেন খালেদা জিয়া

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ আগের শর্তে আরও ছয় মাস বাড়ানোর সুপারিশ করে মতামত দিয়েছে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এ সম্পর্কিত নথিতে অনুমোদন দিয়েছেন। নথিটি সোমবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আইন মন্ত্রণালয়ের একটি বিশ্বস্ত সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।
আইন মন্ত্রণালয় মুক্তির মেয়াদে সুপারিশ করায় সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর আও ৬ মাস জেলের বাইরে থাকার পথ সুপ্রশস্ত হলো। এর আগেও একবার আইন মন্ত্রণালয়ের সুপারিশে সরকার খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ ৬ মাস বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়।
সরকারের আগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খালেদা জিয়ার ৬ মাসের মুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ২৪ মার্চ।
খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানো ও সাজা মওকুফ এবং শর্ত শিথিলের আবেদন গত বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এর দুদিন আগে মুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর আবেদন করেন খালেদা জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দার।
জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় ১৭ বছর সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়া সরকারের নির্বাহী আদেশে গত বছরের ২৫ মার্চ মুক্তি পান। মুক্তিতে দুটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়- এ সময় খালেদা জিয়া নিজ বাসায় থেকে তার চিকিৎসা নেবেন এবং তিনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। ২৪ সেপ্টেম্বর ছয় মাসের দণ্ড মওকুফের সময়ে পেরিয়ে যাওয়ার আগে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় দফায় ৬ মাসের জন্য সাজা স্থগিত করে সরকার। যা ২৪ মার্চ শেষ হবে। এর আগেই গত মঙ্গলবার পরিবারের পক্ষ থেকে দণ্ড স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানোসহ কয়েকটি দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদন যাচাই বাছাই করে আইনমন্ত্রণালয়ে পাঠায়। আইন মন্ত্রণালয় আজ এ বিষয়ে সুপারিশ করে দিয়েছে।
৭৬ বছর বয়সী খালেদা জিয়া বর্তমানে গুলশানে তার ভাড়া বাসা

‘ফিরোজায়’ রয়েছেন। তিনি আর্থ্রাইটিসের ব্যথা, ডায়াবেটিস, চোখের সমস্যাসহ বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছেন। ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় পাঁচ বছরের সাজায় কারাজীবন শুরু করেন খালেদা জিয়া। এরপর ৩০ অক্টোবর এ মামলায় আপিলে তার আরও পাঁচ বছরের সাজা বাড়িয়ে ১০ বছর করেন হাইকোর্ট। একই বছরের ২৯ অক্টোবর জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫। রায়ে সাত বছরের কারাদণ্ড ছাড়াও খালেদা জিয়াকে ১০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।
পরে কারাগারে থাকাবস্থায় চিকিৎসার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) নেওয়া হয় খালেদা জিয়াকে। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা শেষে তাকে আবারও কারাগারে পাঠানো হয়। এভাবে কয়েক দফায় তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে এবং হাসপাতাল থেকে কারাগারে নেওয়া হয়। মামলা দুটিকে ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যা দিয়ে বিএনপির নেতারা চিকিৎসার জন্য খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এর মধ্যে বিশ্বজুড়ে করোনার প্রাদুর্ভাব শুরু হলে বিএনপির নেতারা খালেদা জিয়ার মুক্তির জোর দাবি তোলেন। পরিবারের পক্ষ থেকেও খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়। সেই প্রেক্ষাপটে কারাবন্দি খালেদা জিয়াকে সরকার শর্তসাপেক্ষে মুক্তির সিদ্ধান্ত দেয় ২৪ মার্চ। ওইদিনই তিনি মুক্তি পান।

মেয়রকে লক্ষ্য করে গুলি: গৌরীপুরে আধাবেলা হরতাল

নবনির্বাচিত হ্যাটট্টিক বিজয়ী পৌর মেয়র সৈয়দ রফিকুল ইসলামকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনায় ময়মনসিংহের গৌরীপুর পৌর এলাকায় ব্যবসায়ীদের ডাকে আধাবেলা হরতাল চলছে।

সোমবার সকাল ৬টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত এ আধাবেলা হরতাল চলবে।

এদিকে হরতালের কারণে কাঁচাবাজার, মাছবাজার, ওষুধ ও খাবারের দোকানও বন্ধ রয়েছে। এখন পর্যন্ত পৌর বাসস্ট্যান্ড, অটোস্ট্যান্ড থেকে কোনো যানবাহন আন্তঃসড়কে চলাচল করেনি। হরতালের কারণে পুরো শহর রয়েছে ফাঁকা।

এ ছাড়া সকাল থেকে পৌর শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যবসায়ীদের তথ্যে জানা যায়, গৌরীপুর পৌরসভার নবনির্বাচিত হ্যাট্টিক বিজয়ী পৌর মেয়র সৈয়দ রফিকুল ইসলামকে হত্যার উদ্দেশ্যে রোববার গুলিবর্ষণ ও হামলার প্রতিবাদে এ হরতাল চলছে।

তবে পৌর মেয়র সৈয়দ রফিকুল ইসলাম জানান, আমি বা আমার কোনো লোকজন হরতালের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আমাকে পৌরবাসী বিপুল ভোটে টানা তিনবার মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন। আমার ওপর হামলার ঘটনায় ব্যবসায়ীরা স্বপ্রণোদিতভাবে তারা দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন, যানবাহনও চালাচ্ছেন না।

কাঁচাবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম জানান, নবনির্বাচিত হ্যাট্টিক বিজয়ী পৌর মেয়র সৈয়দ রফিকুল ইসলামকে লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণের ঘটনায় আজকের আধাবেলার হরতাল ডাকা হয়। হরতাল ২টা পর্যন্ত চলবে।

ধান-পাট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. হারুন-উর রশিদ যুগান্তরকে জানান, ব্যবসায় মন্দা চলছে, তাই আজকে তারা দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন।

এর আগে রোববার সংবাদ সম্মেলনে পৌর মেয়র সৈয়দ রফিকুল ইসলাম বলেন, বিগত নির্বাচনে পরাজিত করতে না পারায় আমি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বীকার। নির্বাচনের আগেও আমাকে একটি হত্যা মামলায় আসামি করা হয়েছিল।

তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু চত্বরে পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে কার্যালয়ে ফিরে আসি। কার্যালয় থেকে বাসায় আসার মুর্হূতে ভবনের গেটে পাকা রাস্তায় আসতেই হত্যার উদ্দেশ্যে রোববার দুপুর ১টার দিকে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন আহমেদ এমপি ছেলে তানজির আহমেদ রাজিবের নির্দেশে এ গুলি চালানো হয়।

আমি শুনেছি, রাজিব বলছে, ‘এই মেয়র চলে যাচ্ছে গুলি কর, গুলি কর’। এই কথা বলার পরে প্রথমে সহনাটী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান দুলাল আহাম্মেদ গুলি চালায়, এর পর গুলি করে শোয়েব মুনশী। আমাকে বাঁচাতে এসে পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন দিলু (৩৫) ও যুবলীগকর্মী আল আমিন (৩১) আহত হন।

অপরদিকে সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবে জাতীয় সদস্য সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজিম উদ্দিন আহমেদ এক সংবাদ সম্মেলন করেন। মেয়রের ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণের অভিযোগ সত্য নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ৭ মার্চের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গৌরীপুর আসার পথে গৌরীপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় পৌর মেয়রের নেতৃত্বে এমপির গাড়িবহরে হামলা চালানো হয়েছে।

এমপি আরও জানান, নির্বাচনের পরেই পৌর মেয়র সৈয়দ রফিকুল ইসলাম তাকে হুমকি দেন। এ ঘটনায় ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানায় তিনি জিডি করেছিলেন। বর্তমানে তিনি ও তার ছেলে তানজির আহমেদ রাজিব জীবনের নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছেন। তিনি জীবনের নিরাপত্তা দাবি করেন।

এ প্রসঙ্গে গৌরীপুর থানার ওসি খান আব্দুল হালিম সিদ্দিকী জানান, ঘটনার আগে পরে কেউ গোলাগুলির শব্দ শোনেনি। আমরাও গুলিবর্ষণের কোনো খবর পাইনি। দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে।

ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব এমপির সংবাদ সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে গৌরীপুর পৌর আওয়ামী লীগ। দুপুরে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে বলে পৌর মেয়র সৈয়দ রফিকুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।

খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ কি বাড়ছে?

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিত করে মুক্তির মেয়াদ বাড়ানো ও শর্ত শিথিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছে তার পরিবার। মঙ্গলবার দুপুরে খালেদা জিয়ার ভাই শামীম এস্কান্দার এ

আবেদন পৌঁছে দেন। সেই আবেদন এখন আইন মন্ত্রণালয়ে। আইনমন্ত্রী আবেদনে ইতিবাচক সুপারিশ করলে সেটি আবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাবে। এরপরই সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর সাজা স্থগিতের মেয়াদ বাড়বে কি বাড়বে না সেটি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আজ সাজা ছয় মাস স্থগিত করে মতামত দেবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। গত বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে আবেদনটি পৌছায়।

এ প্রসঙ্গে গত বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তার নিজ দফতর সাংবাদিকদের জানান, খালেদা জিয়ার দণ্ডটা বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য তারা আবার সময়টা এক্সটেনশন করার জন্য, আরও কিছু শর্ত শিথিল করে এক্সটেনশন চেয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে করা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার দণ্ড স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানো, মওকুফ এবং শর্ত শিথিলের আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। এখন মুক্তির মেয়াদ আরও বাড়ানোর আবেদনের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হবে।
তারা কী চেয়েছেন জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, তারা তাদের পত্রে শর্ত আরও শিথিল করে, করোনাকালে চিকিৎসা নিতে পারেননি সেটি জানিয়েছেন। এছাড়া তার দণ্ডাদেশ মওকুফ করা যায় কি না সে বিষয়েও আবেদনে বলেছেন।

পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, আমরা তো বলছি এটা আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠাব। আইন মন্ত্রণালয় থেকে মতামত এলে আমাদের যথাযোগ্যদের সঙ্গে আলাপ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আবেদনে খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার ব্যাপারে অনুমতি চাওয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, এটা সবসময় তার চিঠিতে লেখা থাকে। রেফারেন্সে থাকে বিদেশে যাওয়ার, সেরকম লেখা থাকে কিন্তু উনি তো এখনও কারাগারেই আছেন। তার বাড়িটা এখন কারাগার হিসেবেই তিনি এখানে আছেন।
সাজা মওকুফের কোনো সুযোগ আইনগতভাবে আছে কি না তা জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সেটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আবেদন করেছে। আমরা পরীক্ষা করে দেখছি। আমি তো আগেই বলেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সব সময় যতখানি সম্ভব সেটুকু ব্যবস্থা উনি করছেন।

জানতে চাইলে খালেদা জিয়ার আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা ভালো নয়। উনাকে মুক্তি দেওয়া হলেও কার্যত এখনও কারাবন্দি। উনার বিশেষায়িত চিকিৎসা দরকার কিন্তু তা হচ্ছে না। এটা তার সাংবিধানিক ও আইনগত অধিকার। সেই অধিকার থেকে সরকার তাকে বঞ্চিত করছে। চিকিৎসা সেবা পেতে বাধা দেয়া হচ্ছে।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতির মামলায় ১৭ বছর সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়া সরকারের নির্বাহী আদেশে গত বছরের ২৫ মার্চ মুক্তি পান। মুক্তিতে দুটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়- এ সময় খালেদা জিয়া নিজ বাসায় থেকে তার চিকিৎসা গ্রহণ করবেন এবং তিনি দেশের বাইরে যেতে পারবেন না।
গত বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর ছয় মাসের দণ্ড মওকুফের সময়ে পেরিয়ে যাওয়ার আগে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় দফায় ৬ মাসের জন্য সাজা স্থগিত করে সরকার। যা ২৪ মার্চ শেষ হবে। এর আগেই মঙ্গলবার পরিবারের পক্ষ থেকে দণ্ড স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানোসহ কয়েকটি দাবি জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে দুই বছরের বেশি সময় কারাভোগের পর গত ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতাল থেকে মুক্তি পান বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

শর্ত সাপেক্ষে মুক্তির পর থেকে ফিরোজাতেই দিন কাটে খালেদা জিয়ার। তিনি বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে যাননি গত এক বছরে। তাকে বাড়ির ছাদ বা আঙিনায় কখনও দেখা যায়নি।
বাসার নিরাপত্তা কর্মীরা জানান, মাঝেমধ্যে খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দার, বোন সেলিমা ইসলাম, কিংবা ভাইয়ের স্ত্রী আসেন দেখা করতে। এ ছাড়া তাকে দেখতে আসেন মেডিকেল টিম। দলীয় কোনো নেতাকর্মীদের এই বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। খালেদা জিয়ার আইনজীবী প্যানেলের কেউ কেউ মামলার প্রয়োজনে তার সঙ্গে দেখা করেন কালেভদ্রে। তাও অনুমতি নিয়ে, বহু আয়োজন করে এই সাক্ষাৎ করা লাগে।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা গত এক বছরে অবনতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার চিকিৎসক ও স্বজনরা।
গুলশানে ‘ফিরোজা’ নামের যে বাড়িটিতে তিনি এখন থাকেন, সেটি দোতলা একটি বাড়ি। মূল ফটক ও দেয়ালের ওপর কাঁটাতারের বেড়া। এই

বাড়ির ভেতরে থাকেন খালেদা জিয়া। তাকে গত এক বছরে বাড়ির ছাদেও কেউ দেখেননি।

জানা গেছে, খালেদা জিয়ার দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে পত্রপত্রিকা ও বই পড়ে। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়েন। পরিমিত খাবার খান, সেটিও চিকিৎসকের পরামর্শে। এছাড়া টেলিভিশনে খবর দেখেন মাঝেমধ্যে। আত্মীয় স্বজনরা আসলে তাদের সঙ্গে গল্প করেন তিনি। তবে তিনি খুব কম কথা বলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আজ রবিবার সকাল সাড়ে ৭ টার সময় ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষে থেকে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম বলেন”

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ। বাঙালি জাতির দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মুক্তিপ্রেমী লাখো জনতার সামনে ১৯ মিনিট ধরে দেয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সেই সাথে তিনি পাকিস্তানের শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়- ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’

উক্ত সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) আবু রাসেল, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল স্তরের পুলিশ সদস্যগণ।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক কমিটির সভা

বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা শাখা এর আহবায়ক কমিটির পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল ৫টার সময় চুয়াডাঙ্গা বড়বাজার সংলগ্ন সাহেদ প্যালেস কনফারেন্স রুমে এই পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক জুয়েল রানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আসাদুল হক বিশ্বাস সিনিয়র সহ-সভাপতি চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ ও চেয়ারম্যান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ। তিনি বলেন বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ভিতরে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন বাংলাদেশ এখন আর কারো কাছ থেকে কোন প্রকার সাহায্য নেয় না কারো কাছে মাথা নত করে না।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন আব্দুল মালেক সাংগঠনিক সম্পাদক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ, অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম শফি সাবেক যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগ, মতিয়ার রহমান মতি যুগ্ম-আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শরিফুল ইসলাম রিফাত যুগ্ম-আহবায়ক চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জানিফ, ইমরান আহমেদ যুগ্ম-আহবায়ক-২ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের

বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত নেতাকর্মীরা।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের প্রতীক্ষায় দেশ ও বহির্বিশ্ব

দিন যতই গড়াচ্ছে অসহযোগ আন্দোলনের গন্তব্য ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় সাড়ে সাত কোটি বাঙালির একটাই প্রতীক্ষা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কী ভাষণ দেবেন। সব জায়গায় জল্পনা-কল্পনা চলছে বঙ্গবন্ধু কী বলেন। সেটা শোনার জন্য সারা দেশের মানুষ ও আন্তর্জাতিক মহল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ। ওইদিন ঢাকায় লাগাতার ছয় দিনের হরতাল পালনকালে সর্বস্তরের জনতা রাস্তায় নেমে আসে।

শহিদ জননী জাহানার ইমাম তার ‘একাত্তরের দিনগুলি’ গ্রন্থে ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ নিয়ে লিখেছেন, ‘আগামীকাল রেসকোর্সে গণজমায়েতে শেখ সাহেব কী বলবেন, তা নিয়েও লোকজনের জল্পনা-কল্পনার অবধি নেই। এক তারিখে হোটেল পূর্বাণীতে তিনি বলেছিলেন, বাংলার মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জনের কর্মসূচির ঘোষণা তিনি সাত তারিখে দেবেন। কিন্তু এ কদিনে ঘটনা তো অন্য খাতে বইছে। এত মিছিল, মিটিং, প্রতিবাদ, কারফিউ ভঙ্গ, গুলিতে শত শত লোক নিহত- এর প্রেক্ষিতে শেখ সাহেব আগামীকাল কী ঘোষণা দেবেন? কেউ বলছে, উনি আগামীকাল স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন। কেউ বলছে, দুর তা কী করে হবে? উনি নির্বাচনে জিতে গণপ্রতিনিধি, মেজরিটি পার্টির লিডার, উনি দাবির জোরে সরকার গঠন করবেন, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করবেন। এখন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সেটা তো রাষ্ট্রদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়বে। কেউ বলছে, আগামীকাল মিটিংয়ের ব্যাপারে ভয় পেয়ে ইয়াহিয়া আজ ভাষণ দিচ্ছে।’

এদিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দুপুরে এক বেতার ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ভাষণে তিনি বলেন, যাই ঘটুক না কেন, যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সেনাবাহিনী আমার হুকুমে রয়েছে এবং আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছি ততদিন

পর্যন্ত আমি পূর্ণাঙ্গ ও নিরঙ্কুশভাবে পাকিস্তানের সংহতির নিশ্চয়তা বিধান করব। এ সময় তিনি ১০ মার্চ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের অব্যবহিত পরই বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখার ওয়ার্কিং কমিটির এক যুক্ত জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণের আলোকে দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু বলেন, শহীদদের রক্ত মাড়িয়ে তিনি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন না।

ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণের পরপরই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। রাওয়ালপিণ্ডির পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ভাষণকে স্বাগত জানিয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, তার দল ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনের আগেই আলোচনার মাধ্যমে শাসনতন্ত্রের মোটামুটি একটি কাঠামো স্থির করতে চায়।

পেশোয়ারে পাকিস্তান মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খান ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতিতে বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পিডিপি প্রধান নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান ও কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিয়া মমতাজ দৌলতানা ইয়াহিয়া খানের ঘোষণাকে স্বাগত জানান।

অন্যদিকে লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেতা এয়ার মার্শাল নূর খান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ শাসনের বৈধ অধিকার রয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সব বাধা অবিলম্বে দূর করতে হবে। প্রেসিডেন্টের বেতার ভাষণে পরিস্থিতি অবনতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর দোষারোপ করায় নূর খান দুঃখ প্রকাশ করেন।

৬ মার্চ সকাল ১১টার দিকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেট ভেঙে ৩৪১ জন কয়েদি পালিয়ে যায়। পালানোর সময় পুলিশের গুলিতে ৭ জন কয়েদি নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। রাজশাহীতে মিছিলকারীদের ওপর সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে ১ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়, সান্ধ্য আইন অব্যাহত থাকে। খুলনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গুলিবর্ষণে ১৮ জন নিহত ও ৮৬ জন আহত হয়।

ওইদিনের (৬ মার্চ) স্মৃতিচারণ করে যুগান্তরে প্রকাশিত এক নিবন্ধে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও জ্যেষ্ঠ নেতা তোফায়েল আহমেদ লেখেন, ‘সারা দেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। বিগত কয়েকদিনে সেনাবাহিনীর নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকসহ সবাই স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রতিবাদ মিছিলে শামিল হতে থাকেন।

তিনি আরও লেখেন, “এদিন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও ‘খ’ অঞ্চলের সামরিক শাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে সরিয়ে তদস্থলে ‘বেলুচিস্তানের কসাই’খ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে উভয় পদে নিযুক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়। ৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বৈঠকের পর ফের ৬ মার্চ অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আসগর খান দ্বিতীয় দফা বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বাকি বিষয় আগামীকাল শেখ মুজিবের বক্তৃতায় জানতে পারবেন।”

জামাত-বিএনপি’রা দেশের উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

এফ এফ রুপক:

জামাত-বিএনপিরা বর্তমান সরকারের উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা। তারা সবকিছুতেই সমালোচনা করে। বাংলাদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব যখন থেকে শুরু হয়েছে তখন সমালোচনা করেছে, জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষন নেতৃত্বে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ যখন অন্য দেশের তুলনায় সফল তখনও সমালোচনা করেছে। বিশ্বের বড় বড় দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ যখন করোনার ভ্যাকসিন পেলো এবং জনগন সেই ভ্যাকসিন আগ্রহের সাথে গ্রহন করছে। এই ভ্যাকসিন নিয়েও বিএনপি’র নেতারা বিরুপ মন্তব্য করেছে।

কিন্তু এর পরও দেখা যাচ্ছে এখন বিএনপি’র নেতারাও চুরি করে ভ্যাকসিন নিচ্ছে। শুক্রবার বিকালে মেহেরপুরের পিরোজপুরে আওমী লীগের জনসভায় এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন। তিনি আরও বলেন, ২০০৫-০৬ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ৫শ ৩০ মার্কিন ডলার। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ধনী দেশ হচ্ছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিনত হয়েছে। এটা বিএনপি’র সহ্য হচ্ছে না। ফরহাদ হোসেন আরও বলেন বিএনপি’র রাজনীতি মিথ্যার রাজনীতি, বিএনপি’র রাজণীতি অপপ্রচারের রাজনীতি। জনগণ তাদের আর বিশ্বাস করে না।

মেহেরপুর প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মেহেরপুর তথা মুজিবনগরের জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রী ব্লাংক চেক দিয়েছেন। মেহেরপুরের উন্নয়নে যা যা প্রয়োজন তিনি করছেন। আমরা মুজিবনগর বিশ্বিবদ্যালয় পেয়েছি। মুজিবনগরকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন কেন্দ্র তৈরির জন্য প্রধান মন্ত্রী ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক আরও সুদৃড় করতে মুজিবনগর দিয়ে তৈরি হচ্ছে স্বাধিনতা সড়ক। মেহেরপুরসহ সারা দেশের এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকার আহবান জানান ফরহাদ হোসেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের ভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর সদর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ, মুজিবনগর উপজেলা আওমীলীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, জাতীয় মহিলা সংস্থার সভাপতি ও মহিলা আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় সদস্য শামীম আরা হিরা, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল, জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধঁণ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম, মেহেরপুর ২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মকবুল হোসেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহাম্মেদ আলী, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আয়ুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগের ক্রিয়া বিষয়ক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মমিন, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম, বুড়িপোাত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহজামান, যুব মহিলালীগের সভানেত্রি সামিউন বশিরা পলি, জেলা তাতীলীগের আহবায়ক

নুর ইসলাম সুবাদ আলী, সদস্য সচিব জুয়েল রানাসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতাকর্মিরা।